بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৮ই অগাস্ট ২০১৯

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করলেন ৬,৬৮,০০০ এর অধিক মানুষ

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল ৫৩তম জলসা সালানা যুক্তরাজ্য

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ৫৩তম জলসা সালানা গত ৪ঠা অগাস্ট সমাপ্ত হয়েছে।

হ্যাম্পশায়ারের অল্টনে অবস্থিত হাদীকাতুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত এ জলসা সালানায় ১১৫টি দেশ থেকে ৩৯,৮০০ এর অধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার আহমদী মুসলিম ছাড়াও অনেক অ-আহমদী ও অমুসলিম অতিথি এতে অংশগ্রহণ করেন। পুরো অনুষ্ঠান *এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল*-এ সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং অনলাইন স্ট্রীমিং-ও করা হয়।

তিন দিনের এ জলসা সালানার একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল *বয়'আত* বা অনুবর্তিতার শপথ, যা রবিবার অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ মসীহ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এর পঞ্চম খলীফা হিসেবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর অনুবর্তিতার অঙ্গীকার করেন।

অংশগ্রহণকারীগণ খলীফা পর্যন্ত এক মানব শৃঙ্খল গঠন করে শপথের বাক্যগুলো একসাথে পুনরাবৃত্তি করেন।

অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সম্মানিত হুযূর ঘোষণা করেন যে বিগত বছরে সারা বিশ্বের ৬,৬৮,০০০ এর অধিক মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করেছেন।

সম্মানিত হুযূর আরো ঘোষণা করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আজ ২১৩টি দেশে প্রতিষ্ঠিত। এ বছর প্রথমবারের মত আর্মেনিয়াতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁর ভাষণে সম্মানিত হুযূর আলোচনা করেন কিভাবে আধুনিক বিশ্বে সাধারণভাবে ধর্মকে এবং বিশেষতঃ ইসলামকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্মানিত হুযূর শক্তিশালীভাবে ইসলামের শিক্ষাসমূহের পক্ষে কথা বলেন, অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন এবং সকলের মানবাধিকার রক্ষায় পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আলোচনা করেন।

সম্মানিত হুযূর বলেন সাধারণভাবে এ আপত্তি উঠানো হয় যে,যে ধর্মের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর তাই আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তন প্রয়োজন।

সম্মানিত হুযূর বলেন যে যেখানে অন্য কতক ধর্ম এ বিতর্কে লিপ্ত যে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলানোর জন্য তাদের ধর্মীয় শিক্ষা সমূহের সংস্কার প্রয়োজন কিনা, সেখানে ইসলামের শিক্ষা সমূহ কালোত্তীর্ণ এবং সার্বজনীন আর পবিত্র কুর'আন সেই পরিপূর্ণ কিতাব যা সকল সময়ের এবং সকল স্থানের জন্য যথেষ্ট হয়ে আছে এবং থাকবে।

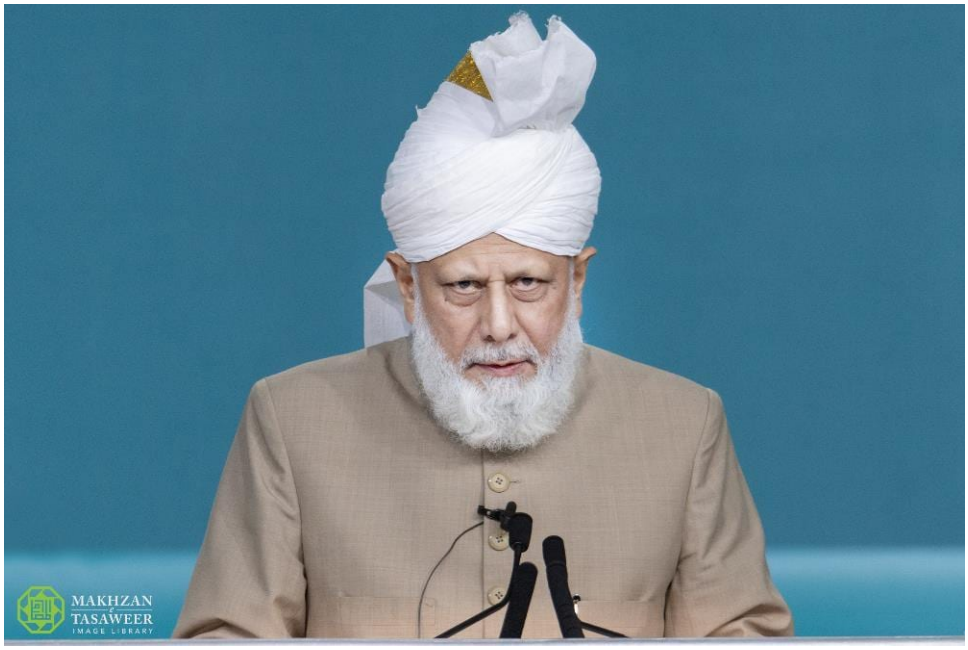

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পবিত্র কোরআন আল্লাহতা'লার কিতাব এবং তিনি এর সুরক্ষার অঙ্গীকার করেছেন। অন্যান্য ধর্মের কাছে তাদের মুল শিক্ষা নেই, কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ১৪০০ বছরে পরিবর্তিত হয়নি এবং কেয়ামত কাল পর্যন্ত এরূপ থাকবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা চিরন্তন এবং সকল যুগের মানুষের জন্য।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এই যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)কে পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে আরো বেশি সুরক্ষিত করেছেন। মসীহ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুর'আনের শিক্ষা সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং এর মধ্যে লুকানো ভাণ্ডার উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন মানবীয় সম্পর্কের সকল আঙ্গিকের চাহিদা পূরণ করে: ব্যক্তি ও সমাজ এর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত। আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি এর মাধ্যমে অনেক মহান জ্ঞানগত ও বৈজ্ঞানিক সত্য উন্মোচিত হয়েছে। এটি বিস্তারিত ভাবে খোদাতালার অধিকার এবং খোদা তাআলার সৃষ্টির অধিকার বর্ণনা করেছে। সুতরাং সমালোচকদের আপত্তির দ্বারা আমাদের প্রভাবিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমাদের পবিত্র কুরআন নিয়ে কোন রূপ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার কোন কারণ নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"পবিত্র কুর'আন এমনকি মানুষের বাহ্যত তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজন সমূহ পূরণ করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা) আমাদের জন্য আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এইগুলো হল সেই সব অধিকার যেগুলো সমাজের সকল পর্যায়ে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে।"

এরপর সম্মানিত হুযূর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এর অনুসারীদের জন্য পূরণীয় অধিকার এবং কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে পিতা-মাতা, বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবেশী, স্বামী বা স্ত্রী এবং খোদাতা''লার সৃষ্টির অধিকার।

সম্মানিত হুযূর পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপূর্ণতার উদাহরণ দিতে গিয়ে পবিত্র কুর'আনের একটি আয়াত বর্ণনা করেন। সূরা আন নিসার ৩৭ নম্বর আয়াতে খোদাতা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে:

"এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না, এবং সদয় ব্যবহার কর – পিতা-মাতার সাথে, এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে, এবং এতীমের সাথে, এবং অভাবীদের সাথে, এবং আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে, এবং সঙ্গী-সহচরের সাথে, এবং পথচারীগণের সাথে, এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না যারা উদ্ধত, দাম্ভিক।"

সম্মানিত হুযূর আরও উল্লেখ করেন যে মানুষের একে অপরের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা উচিত আর কুধারণা থেকে বিরত থাকা উচিত। এভাবে এরূপ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, একতা ও শক্তি গড়ে উঠবে।

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, দুঃখের বিষয় যে, আজকের বস্তুবাদী জগতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মৌলিক মানবীয় সহানুভূতি প্রদর্শনে প্রায়শঃই আমরা ব্যর্থতা দেখতে পাই। যদি কেউ ক্ষুধার্ত থাকে, তবে তারা তার খেয়াল রাখে না, অথবা যদি কেউ আর্থিক অনটনে ভোগে তবে তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে তার সেই অভাব পূরণ করে না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উল্লেখ করেন যেখানে ধর্মহীন লোকেরা ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে আর বিশেষত ইসলামের বিরুদ্ধে, একটি সাম্প্রতিক জরিপ দেখিয়েছে যে দানের মাধ্যমে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তার বড় অংশ ধার্মিক ব্যক্তিদের নিকট হতে সংগৃহীত হয় এবং মুসলমানগণ সবচেয়ে বেশি দানকারীদের অন্যতম।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন কেউ আল্লাহ তা'আলার জন্য কাজ করেন এবং তার দুর্বল এবং এবং অভাবী ভাইদের সাহায্য করেন, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে,যদি মানুষ অন্যকে সাহায্য না করে, তবে ধীরে ধীরে তার নৈতিক মূল্যবোধে সে পশুর মত হয়ে যায় যেখানে সে অন্যের কোন পরোয়া করে না। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, একজন ব্যক্তির মানবীয়তা তার নিকট এটি দাবি করে আর কোন ব্যক্তি তখনই মানুষ বলার যোগ্য যখন বিনা ব্যতিক্রমে সমগ্র মানবজাতির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল হন।" মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, "কখনো কোন পরিস্থিতিতেই, নিজের অনুগ্রহের পরিধিকে সংকুচিত করবে না।"

এরপর সম্মানিত হুযূর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উল্লেখ করেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলাম কিভাবে এর অনুসারীদের উপর সমাজের সকল শ্রেণীর অধিকার পূর্ণ করার বিষয়টিকে অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছে।

কারো নিজ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইসরাইলের ২৪ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত যেখানে মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি পরিপূর্ণ দয়ার্দ্র আচরণের কথা বলা হয়েছে এমনকি তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে *"তাদের দু'জনকে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলো না, এবং তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলো।"*

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আজ যারা মানবাধিকারের প্রবক্তা বলে দাবি করছেন তারা বস্তুতঃ পিতা-মাতার সাথে তাদের সন্তানদের দূরত্ব বৃদ্ধি করছেন। যদি পিতা-মাতা সন্তানদের শাসন করেন বা তাদের নৈতিক সংশোধনের চেষ্টা করেন তবে কতক সংগঠন

দাঁড়িয়ে যায় আপত্তি প্রকাশের জন্য এবং পিতামাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। মানুষের মাঝে এ নিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে আর এখন এ বিষয়ে আপত্তি উঠানো শুরু হয়েছে।"

সম্মানিত হুযূর জোর দিয়ে বলেন যে, পবিত্র কুর'আন একটি পরিপূর্ণ কিতাব আর পবিত্র কুর'আন ও মহানবী (সা.) কেবল পিতা-মাতার অধিকার বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং সন্তানদের অধিকারও বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মহানবী (সা.) মুমিনদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন তারা যেন তাদের সন্তানদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করে এবং তাদের উত্তম আদব শিক্ষা দেয়। তিনি আরো বলেন যে এক পিতা তার সন্তানকে সবচেয়ে মূল্যবান যে উপহার দিতে পারেন তা হলো উত্তম তরবিয়ত (চরিত্র গঠন)।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"মহানবী (সা.) তো এমনকি নিজ ঘোরতর শত্রুদের সন্তানদের অধিকারও রক্ষা করেছেন। এক সৈন্য বাহিনী শিশুদের উপর হামলা করলে মহানবী (সা.) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার করেন। ... অথচ আজ এমন সরকারসমূহ যারা দাবি করে যে ইসলাম নিষ্ঠুর এবং অন্যায্য, আর যারা নিজেরা মানবেতরভাবে পিতা-মাতা থেকে সন্তানদেরকে পৃথক করছে তারা নিজেদের কাজকে ন্যায় সঙ্গত ও নৈতিক বলে মনে করছে।"

সম্মানিত হুযূর বৈবাহিক জীবনের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ব্যাখ্যা করেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নারীর অধিকারের উপর এত জোর দিয়েছেন যে তিনি বলেছেন, "তোমাদের মাঝে সেই সর্বোত্তম যে নিজ স্ত্রীর প্রতি আচরণে সর্বোত্তম, আর আমি আমার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে থাকি।"

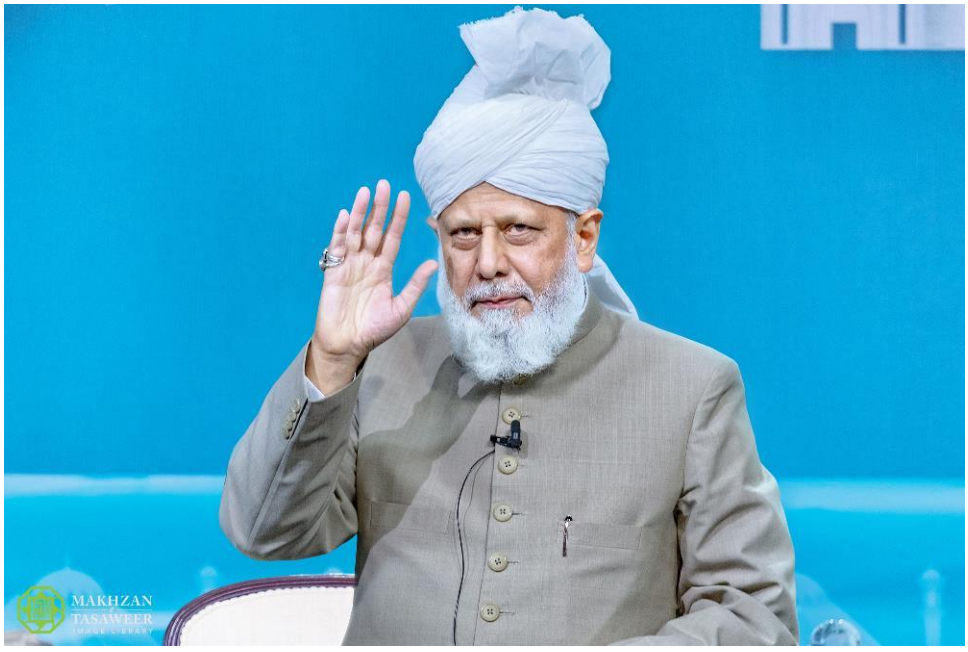

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা উন্নত বিশ্বে মানবাধিকার এর বিষয়ে কথা বলে থাকেন তারা নিজেরা নিজেদের স্ত্রীদের অধিকার পূরণ করেন না এবং তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে থাকেন। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের একটি বিশাল সমস্যা বিদ্যমান এবং উন্নত বিশ্বে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অত্যন্ত উঁচু।"

সম্মানিত হুযূর সেই সব অধিকারের কথাও বলেন যেগুলো পবিত্র কোরআন নিজ ভাই বোন ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে মানব জাতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে তিন দিনের বেশি একজন বিশ্বাসী যেন অপর এক বিশ্বাসীর সাথে কথা বলা থেকে বিরত না থাকে।”

সম্মানিত হুযূর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনযোগ বিধবা, বৃদ্ধ, অধিনস্ত কর্মচারী ও আরো অনেকের অধিকারের প্রতি আকর্ষণ করেন, যাদের প্রত্যেকের অধিকার ইসলাম সমুন্নত করেছে এবং সবিস্তারে সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করেছে।

সম্মানিত হুযূর জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি পবিত্র কুর’আনে প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহের কেবল গুটিকতকের কথা উল্লেখ করতে পেরেছেন আর এমন আরো অগণিত রয়েছে যেগুলোর কথা এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

জলসা সালানা চলাকালে সম্মানিত হুযূর পাঁচটি ভাষণ প্রদান করেন, যার মধ্যে একটি ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বার্ষিক রিপোর্ট।

এ তিন দিনে আরো কতকগুলো ভাষণ ও বক্তৃতা প্রদান করা হয়। তদুপরি, বিভিন্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল যার মধ্যে ছিল, ‘ইসলাম ইন মদীনা’ (মদীনায় ইসলাম), ‘শ্রাউড অফ টুরিন” (টুরিনের কাফন) প্রদর্শনী, “পাথওয়ে টু পীস” (শান্তির পথ) প্রদর্শনী ও “ইসলাম ইন দ্য ইস্ট” (প্রাচ্যে ইসলাম) প্রদর্শনী।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) কর্তৃক পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে জলসা সালানা সমাপ্ত হয়।